Aslaf Academy

লেকচার ১৩ : বুকভরা আশা নিয়ে তায়েফে নবীজি (সাঃ)।

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল – জামি।

লেকচার ১৩ : বুকভরা আশা নিয়ে তায়েফে নবীজি (সাঃ)

নবীজীর তায়েফ গমন -

বয়কট শেষ হওয়ার পরপরই নবীজী আরো বড় সংকটে পড়েন। কারণ, এ সময়েই তাঁর ঘনিষ্ঠতম দুইজন তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন পরপারে—যাঁরা তাঁকে আগলে রেখেছিলেন অনন্য মর্যাদায়। একজন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা আরেকজন একনিষ্ঠ অভিভাবক চাচা আবু তালিব—এই দুজন তাঁকে মানসিক ও সামাজিক স্থিরতা দিয়ে সমর্থন সাহস ও সহযোগিতা দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিয়োগ নবীজিকে মানসিক ও সামাজিকভাবে বিপন্ন করে তুলছিলো। নবীজির এই মানসিক ও সামাজিক বিপন্নতাকে ষড়যন্ত্রের আরেক মোক্ষম পাঁয়তারা হিসেবে নিলো মক্কার কাফেররা। এক মুহূর্তের জন্যও তারা নবীজিকে ছাড়লো না। তারা নবীজীর জীবনকে বিষিয়ে তুললো নানাভাবে। ফলে তিনি মক্কার মানুষের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একরকম নিরাশ হয়ে গেলেন।[1]

তখন নবুওতের দশম বছর। মদিনার পাশে এক শহরের নাম তায়েফ। নবীজি শাওয়াল মাসের শেষ দিকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাকে সাথে নিয়ে তায়েফে গমন করেন, এবং তায়েফবাসীদেরকে তিনি সত্যের বাণীর দিকে আহবান করেন। দীর্ঘ এক মাস যাবৎ ক্রমাগত তাদের মাঝে তাবলিগ ও হেদায়াতের কাজে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু একটি লোকের ভাগ্যেও সত্য গ্রহণের তাওফিক হয়নি। জালেমরা বরং শহরের কিছু বখাটে ও লম্পট ছেলেদেরকে নবীজিকে কষ্ট দেওয়ার জন্য লেলিয়ে দেয়। এই পাষাণ-হৃদয় হতভাগারাও নবীজির পেছনে লেগে পড়ে। নবীজির উপর তারা এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ করে যে, তাঁর পা মোবারক রক্তাক্ত হয়ে যায়। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু যেদিক থেকেই পাথর আসতে দেখতেন, সেদিকেই তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং পাথরের আঘাত তাঁর গায়ে এসে লাগতো। একসময় আঘাতে আঘাতে যায়েদও রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। নবীজির এই কষ্টপীড়িত সময়ে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা পাঠান। ফেরেশতা তায়েফবাসীর উপরে আজাবের পরোয়ানা নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি তো ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামিন—তিনি তাতে সায় দেন না। তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় দয়ার বাণী; অথচ তাঁর সামান্য ইচ্ছায়ই

[1] সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ: ৪৪/ আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ১৪০

তায়েফবাসীর সকল উম্মাদনা এবং উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটে যেতে পারতো এবং তায়েফ ও তায়েফবাসীর নাম-নিশানা পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত পারতো।[2]

আকাবার প্রথম বাইয়াত -

দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের গোত্রসমূহকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু কেউই তার ডাকে সাড়া দেয়নি। এরপর নবীজী বড় আশা নিয়ে তায়েফে গেলেও ব্যাথা নিয়েই ফিরে আসেন।

ওদিকে নবীজির এই বিরামহীন দাওয়াতের খবর তখন আর শুধু মক্কাতেই সীমাবদ্ধ নেই। বাৎসরিক হজ, বিভিন্ন ব্যাবসায়িক উৎসব, মেলা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসা মক্কার বহিরাগতদের সূত্র ধরে ইসলামের খবর তখন পৌঁছে গেছে আরব-শহর ইয়াসরিবেও, যা পরবর্তী সময়ে মদিনাতুন্নবি নামে পরিচিতি লাভ করে।

আল্লাহ নবীজীর দীর্ঘ মনোকষ্ট লাঘবের জন্যই মদিনাকে ইসলামের জন্য কবুল করেন। ফলে মদিনার আউস গোত্রের কিছু লোক নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন। উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের আদর্শের মাধ্যমে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা মদিনার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দূর করা। মদিনা থেকে আগত লোকদের মধ্য হতে আসআদ ইবনে যুরারা এবং যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়েস—এই দুই ব্যক্তি ওই বছর ইসলাম-গ্রহণে ধন্য হন।

এর পরবর্তী বছর আউস গোত্রেরই আরও কিছু লোক আগমন করেন, যাঁদের মধ্য হতে ছয় বা আটজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কি আল্লাহর সত্য বাণীর প্রচারে আমার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছো?' তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, বর্তমানে আমাদের পরস্পরের মধ্যে আউস ও খাযরাজ গোত্রের মাঝে গৃহযুদ্ধ চলছে। আপনি যদি এ সময়ে মদিনায় তাশরিফ নিয়ে যান, তাহলে আপনার হাতে বায়আতের ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত হবে না। আপনি আপাতত এক বছরের জন্য এ সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখুন। হতে পারে আমাদের পরস্পরে সন্ধি হয়ে যাবে এবং আউস

[2] যাদুল মাআদ, খণ্ড ১, পৃ: ৯৫/ হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৩২-১৩৩/ সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ: ৪৪

ও খাযরাজ উভয় মিলে ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। আগামী বছর আমরা আবার আপনার খেদমতে উপস্থিত হবো, তখন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।' এরপর তাঁরা সকলে মদীনায় ফিরে আসেন।

এক বছরের ভেতরেই আউস ও খাযরাজের অধিকাংশ ঝগড়া মীমাংসা হয়ে গেলো এবং ওয়াদামাফিক পরের বছর হজের মৌসুমে বারো জন লোক মক্কায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন; যাঁদের মধ্যে দশজন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের আর দুইজন ছিলেন আউস গোত্রের। এঁদের মধ্য হতে যাঁরা বিগত বছর মুসলমান হননি, তাঁরাও এবার মুসলিম হয়ে গেলেন এবং সবাই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন।

এই বাইআত যেহেতু সর্বপ্রথম পাহাড়ের পাদদেশে সম্পন্ন হয়েছিলো, তাই এটাকে বাইয়াতে আকাবায়ে উলা বলে।[3]

আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত -

আকাবার প্রথম বাইয়াতে কতিপয় মদিনাবাসীর ইসলামগ্রহণ মদিনায় বেশ ইতিবাচক সাড়া ফেলে। তাঁদের মাধ্যমে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিটি আসরে-মজলিসে ইসলামের ব্যাপারেই আলোচনা চলতে থাকে। ফলে নবীজী তাদের অনুরোধে মুসআব ইবনে উমায়ের (রা:) কে শিক্ষক হিসেবে মদিনায় প্রেরণ করেন।

পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে মদিনা থেকে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার বিরাট এক কাফেলা মক্কা মোকাররমায় এসে পৌঁছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের স্বাগত জানান এবং রাতের বেলা আকাবার নিকট তাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মধ্যরাতে সবাই জমায়েত হন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর চাচা হযরত আব্বাসও আসেন, তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আকাবায় উপস্থিত মদিনাবাসীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন—

[3] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ১৫২-১৫৮/ সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ: ৪৯-৫০

এই আমার ভাতিজা—সর্বদা নিজ গোত্রে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে আসছে। আপনারা যাঁরা তাঁকে মদিনায় নিয়ে যেতে চাইছেন, তাঁরা ভেবে দেখুন, যদি আপনারা তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে এবং শত্রুদের হাত হতে তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন, তবেই কেবল এ দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসুন। অন্যথায় তাঁকে তাঁর নিজের গোত্রেই থাকতে দিন।

উত্তরে মদিনার কাফেলার সর্দার বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় আমরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি এবং তাঁর সাথে কৃত বাইয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়নই আমাদের একমাত্র কাম্য।' এ কথা শুনে হযরত আসআদ ইবনে যুরারা দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে মদীনাবাসী, একটু অপেক্ষা করো। তোমরা কি বুঝতে পারছো যে, আজ তোমরা কী বিষয়ে বাইয়াত নিতে যাচ্ছো? বুঝে নাও—এই বাইয়াত গোটা আরব ও অনারবের বিরোধিতা ও মোকাবেলার অঙ্গীকার। যদি তোমরা তা পূরণ করতে পারো, তবেই কেবল বাইয়াত সম্পাদন করো। অন্যথায় নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে দাও।' এ কথা শুনে সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, 'আমরা কোনো অবস্থাতেই এ বাইয়াত থেকে পিছু হটবো না।'

অতঃপর তাঁরা নবীজির নিকট আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যদি এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহলে আমরা এর কী প্রতিদান লাভ করবো?' নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত।' শুনে সবাই বলে উঠলেন, 'আমরা এর উপরই সন্তুষ্ট আছি। আপনি আপনার পবিত্র হাত প্রসারিত করুন, আমরা বাইয়াত গ্রহণ করবো।' নবীজি স্বীয় হাত বাড়ালেন আর সকলেই বাইয়াত-লাভে ধন্য হলেন। [4]

শিক্ষণীয় বিষয় -

নবিজির তায়েফ গমনের বিষয়টিতে জরুরি শিক্ষা হলো- দাঈ কখনো তার কাজ থেকে নিবৃত হতে পারবেনা। বরং, সবসময় তাকে নতুন ক্ষেত্র খুঁজে নিতে হবে। এটা এজন্যও জরুরি যে, দাঈ যেন কোন এক জায়গায় ব্যর্থ হয়ে হতাশ না হয়। বরং, নতুনভাবে ভাবতে শুরু করে। এবং তায়েফ বা মদিনার লোকদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়াটা এদিকেও ইঙ্গিত করে যে,

[4] হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ, পৃ: ১৪৬-১৪৮/ সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ: ৫০-৫২

দাঈ তার দাওয়াত নিয়ে কেবল নিজ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিবে সত্যের বাণী।

আর তায়েফবাসীর কাছ থেকে নবিজি (সঃ) নির্যাতিত হওয়ার ঘটনাটা আমাদেরকে এটাও দেখিয়ে দিল যে, বাতিল বা ভ্রান্তদের আচরণ সবসময় একই। চাই সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই থাকুক না কেন? বর্তমানেও আমরা একই রূপ দেখবো বাতিলের। এর বিপরীতে নবিজি যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, এটা তার দয়া ও অনুকম্পার বিস্ময়কর দলিল।